তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৭

**বিডিআর হত্যাকাণ্ডের দিন প্রত্যূষে কেন খালেদা জিয়া**

**ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন- প্রশ্ন তথ্যমন্ত্রীর**

চট্টগ্রাম, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি):

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপির প্রতি প্রশ্ন রেখে বলেছেন, 'বিডিআর হত্যাকাণ্ডের দিনে বেগম খালেদা জিয়া, যিনি দিনের বারোটার আগে ঘুম থেকে উঠেন না, তিনি কেন প্রত্যূষে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে গিয়েছিলেন? তিনি কেন এদিন তারেক রহমানের সাথে ৩০ থেকে ৪০ বার কথা বললেন? এই রহস্যগুলো বের হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাহলেই মুখোশ উন্মোচিত হবে কারা এর পেছনে কলকাঠি নেড়েছিল।'

তথ্যমন্ত্রী আজ তাঁর চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুরপাড়স্থ বাসভবনে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় সাংবাদিকরা 'বিএনপি ক্ষমতায় আসলে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার করবেন' বলে দলটির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী একথা বলেন।

'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তখন সদ্য সরকার গঠন করেছিল, দুইমাসও পূর্তি হয়নি, প্রায় দেড় মাসের মাথায় এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল আর এই হত্যাকাণ্ড সংগঠনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে অস্থিতিশীল করা' উল্লেখ করেন ড.হাছান মাহ্‌মুদ।

তিনি বলেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, দেশের ইতিহাসে নয় শুধু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিরিখেও এতবড় একটি হত্যাকাণ্ডের এতগুলো আসামির বিচার কম হয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসেও এতজন আসামির বিচার আর হয়নি। বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও এতগুলো আসামির বিচার কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে বিএনপির প্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেনের মামলার বিষয়ে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, নির্বাচন নিয়ে মামলা যে কেউ করতে পারে, মামলা করার অধিকার সবারই আছে, তবে বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে বিএনপিকে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ডা. শাহাদাতকে আমি অনুরোধ জানাবো তার দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রশ্ন রাখার জন্য, দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নেতারা কেউ চট্টগ্রামে আসলেন না কেন। এমনকি চট্টগ্রামে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতা আছেন, তারাও কিন্তু নির্বাচনের সময় তার পক্ষে নামেননি। আমির খসরু মাহমুদকে দুয়েকবার দেখা গেলেও তা প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার দলের স্থানীয় নেতারাও প্রথমে কিছুটা সরব থাকলেও পরবর্তীতে তারা ঘরের মধ্যে চলে যান। এজন্য ডা. শাহাদাতকে বলবো এই প্রশ্নগুলো তার দলের নেতাদের কাছে করতে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হচ্ছে বাংলাদেশের সব মানুষকে ডিজিটাল নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। ডিজিটাল বিষয়টা আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগে ছিলনা, সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়টিও ছিলনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অনলাইনে যখন একজন সাংবাদিকের চরিত্র হনন করা হয়, একজন গৃহিনীকে যখন অপবাদ দেয়া হয়, একজন সাধারণ মানুষ যখন ডিজিটাল আক্রমণের শিকার হন, তিনি কোন আইনে প্রতিকার পাবেন, তখন কোন আইনের বলে সে নিরাপত্তা পাবে, সেজন্য একটা আইনের দরকার। এই জন্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।

মুশতাক আহমেদের মৃত্যু অনভিপ্রেত জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমিও তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি, সেখানে কারা কর্তৃপক্ষের কোন গাফেলতি ছিল কিনা সেটা খুঁজে দেখা যেতে পারে। তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার যাতে না হয় সেটির জন্য আমরা সচেতন আছি, বিশেষত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যাতে এই আইনের অপব্যবহার না হয়, সেজন্য তথ্য মন্ত্রণালয় ও আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় সচেতন আছি এবং কোনখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে কবর দেয়া উচিত' ডা. জাফরুল্লাহ’র এমন বক্ত্যব্যের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ডা. জাফরুল্লাহ তো নানা কথা বলেন, যেমন করোনার টিকার বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার ছিলেন, আবার নিজে করোনার টিকা নিয়ে বলেছেন, এই টিকা সবার নেয়া উচিত। সুতরাং আজকে জাফরুল্লাহ সাহেব যে কথা বলেছেন দু'দিন পর দেখবেন নিজের কথার বিপরীতে তিনিই আবার অন্য সুরে কথা বলবেন। সুতরাং এটার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

#

আকরাম/মাসুম/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৬

**বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সূতিকাগার বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিস্তীর্ণ জনপদ। এর ভৌগোলিক পরিবেশ বিচিত্র হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবিকা ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম আয়োজিত 'আন্তঃজেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বঙ্গবন্ধু নিবেদিত অনুষ্ঠান' -এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনাচার আর আবেগের সম্পূর্ণ কথকতা; স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় কলধ্বনি। তিনি বলেন, মাটি ও মানুষের সাথেই মিশে আছে লোকসংস্কৃতির উৎসের ঠিকানা। বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করতে চাইলে এ জনপদের ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসের দিকে তাকানো প্রয়োজন।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের নির্বাহী সভাপতি সাবেক সিনিয়র সচিব মোঃ আবদুস সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর প্রমুখ।

#

ফয়সল/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৫

**ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ এর আশি ভাগ কাজের দায়িত্ব পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের**

**---পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

নদী মাতৃক বাংলাদেশের বেশিরভাগ কাজই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল। ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ একটা বিশাল প্রকল্প এবং এখানে ৮০ শতাংশ কাজের দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়েছে। সরকার দৃঢ়তার সাথে কাজ করছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে। এ মুহুর্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০৬ প্রকল্প চলমান আছে। এর সাথে নতুন আরো ১৭টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে।

আজ বরিশাল সদর উপজেলার রায়পাশা-কড়াপুরস্থ নিসর্গ পার্কে বিসিএস অফিসার্স এসোসিয়েশন অভ্ বরিশাল (বোয়াব)-এর আয়োজনে ‘মিলন মেলা-২০২১’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুততার সাথে। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও সমৃদ্ধশালী দেশের যে লক্ষ্য স্থির করেছে সরকার, সেখানে পৌঁছাতে হলে সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

পরিবার পরিকল্পনার উপপরিচালক মোঃ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বরিশালের পুলিশ সুপার ফয়েজ আহম্মেদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুমা শিকদারসহ মহানগর যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/সাহেলা/রেজুয়ান/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৪

**পরিচয়ের মতো আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন দেশে আরো প্রয়োজন**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পরিচয় একটি আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন। প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মাথায় সংগঠনটি শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করে বেশ কিছু সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। করোনা মহামারিকালে গৃহবন্দি শিশু-কিশোরদের সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে আয়োজন করেছে 'পরিচয় সেরা কিশোর তারকা ২০২০' যার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রতিভা বেরিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, সংগঠনটি সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করছে যেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচাস্থ কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা মিলনায়তনে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণের অনলাইন প্রতিযোগিতা 'পরিচয় সেরা কিশোর তারকা ২০২০' এর পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, শিশু-কিশোরদের সংগঠন 'পরিচয়' যে যাত্রা শুরু করেছে, এর যেন শেষ না হয়। তিনি বলেন, পরিচয়ের উদ্যোক্তা আপন অপু শুধু একজন ভালো শিশু সংগঠক নয়, একজন ভালো শিশু সাহিত্যিকও। প্রতিমন্ত্রী এ সময় পরিচয়ের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন এবং অনলাইন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

'পরিচয়' প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা আপন অপু'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও প্রাক্তন সচিব ফারুক হোসেন, বিরাট পেইন্টস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান, কনসেপ্ট মেডিকেল এর ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার পার্থ চৌধুরী, কবি ও আবৃত্তি শিল্পী সাফিয়া খন্দকার রেজা, সংগীত শিল্পী ও পরিচালক এফ এ সুমন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগীত শিল্পী ও কোরিওগ্রাফার খন্দকার বাপ্পি।

#

ফয়সল/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৩

**সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেনের পিতার ইন্তেকালে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি):

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি ও এসএ টিভির বিশেষ প্রতিনিধি ইলিয়াস হোসেনের পিতা আব্দুর রাজ্জাক মিয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

তথ্যমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার নন্দনপুরের কাচারিপাড়ার নিজ বাড়িতে ৮৭ বছর বয়সে আব্দুর রাজ্জাক মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন কন্যা ও তিন পুত্রসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

আকরাম/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

Handout Number: 942

**Human Rights Council should emerge as a bastion to defend human rights**

**--Foreign Minister**

Dhaka, 26 February:

Human Rights Council should emerge as a bastion to defend human rights following the principles of universality, impartiality and non-selectivity, says Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen. He stated this in a video statement delivered at the high-level segment of the 46th session of the UN Human Rights Council.

Quoting the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Foreign Minister mentioned that the vision of the Father of the Nation continues to inspire Bangladesh to promote and protect the human rights of all. The country, under the bold leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, remains fully committed to the rule of law, justice, and gender equality, freedom of expression and the rights of all including minorities, women, children, persons with disabilities, he continued.

The Foreign Minister elaborated how, with a whole of society approach, Bangladesh effectively handled the COVID-19 pandemic-induced impacts respecting rights of the people.   
  
 Dr. Momen stated that Bangladesh continues to provide temporary shelter to the persecuted Rohingyas from its commitment to Human Rights. ‘Rohingyas are Myanmar nationals and they must return to Myanmar,’ he reiterated. In this regard, he emphasized that the Human Rights Council and the international community need to constructively engage with Myanmar for the early commencement of repatriation of Rohingyas to their homeland. He underscored the need to ensure implementation of the recommendations of the Advisory Commission on the Rakhine State, ensure accountability and justice and more importantly, creation of a conducive environment in Myanmar.

Highlighting the adverse impact of climate change on human rights, the Foreign Minister emphasized on ensuring climate justice for the victims of climate change. At the same time, he restated Bangladesh’s call to create a new Special Rapporteur on climate change.    
  
 The 46th session of the UN Human Rights Council commenced in Geneva on 22 February 2021. This session will continue till 23 March 2021.

#

Tohidul/Sahela/Rejuan/Mosharaf/Abbas/2021/1915 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪১

**রোবটকে বাংলায় কথা বোঝানোর প্রযুক্তি**

**তৈরি হচ্ছে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পে**

**----আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, রোবটকে বাংলায় কথা বোঝানোর প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পে। এছাড়া বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে।

আজ আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আয়োজিত ‘বাংলা থেকে আইপিএতে রূপান্তর সফটওয়্যার ‘ধ্বনি’ ও ‘বাংলা ডট গভ ডট বিডি’ ওয়েবসাইট এর পরীক্ষামূলক উন্মুক্তকরণ উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পলক বলেন, প্রকল্পের আওতায় ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার অনেকগুলো সার্ভিস ও রিসোর্স তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০টি পাবলিক ফেসিং সার্ভিস, ১৬টি রিসার্চ টুলস ও রিসোর্স, ৮ ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ও প্রিন্টেড রিসোর্স এবং ১০ ধরনের করপাস ও ডেটাসেট। এই প্রকল্প শতভাগ জিওবি ফান্ডেড এবং এখানে স্থানীয় রিসোর্স ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল বাংলা ভাষাভাষী যেমন এর প্রত্যক্ষ উপকার পাবে এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সদস্য ও বাক-দৃষ্টি-শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এর মাধ্যমে সুফল পাবে। ২০২১ সালের মধ্যে অধিকাংশ সার্ভিস জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারবে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘বাংলা ডট গভ ডট বিডি’ ও ‘ধ্বনি’ সফটওয়্যারটির ‘পরীক্ষামূলক সংস্করণ’ প্রকাশ করা হলো।

প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এছাড়াও গ্লোবাল প্লাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে, কম্পিউটিং ও আইসিটিতে বাংলা ভাষাকে অভিযোজিত করা বা খাপ খাইয়ে নেয়া। তিনি বলেন বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রিয়েল-টাইম অটোমেটিক স্পিচ টু স্পিচ মেশিন ট্রান্সলেশনসহ বিভিন্ন রিসোর্সের প্রয়োজন হয়।

উল্লেখ্য, ‘বাংলা ডট গভ ডট বিডি’ হচ্ছে ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তির প্লাটফর্ম। প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত বাংলা ভাষার বিভিন্ন সার্ভিস পাওয়া যাবে এই প্লাটফর্ম থেকে। বর্তমানে এটি প্রোডাক্ট শোকেস ও ইনফরমেশন পোর্টাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ও গবেষকবৃন্দ সকল যোগাযোগ রক্ষা করবে। এই পোর্টালটিই হয়ে উঠবে বাংলা ভাষা-প্রযুক্তির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাব।

‘ধ্বনি’ আইপিএ বিষয়ক অ্যাপ্লিকেশনটি হচ্ছে মূলত কনভার্টার ইঞ্জিন, যা বাংলা থেকে আইপিএতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে রূপান্তর করতে পারে (এবং ভাইস-ভার্সা কাজ করে)। এতে অন-স্ক্রিন কি-বোর্ড ও এমবেডেড ফন্ট রয়েছে। এক্সপোর্ট ও কপির অপশন রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরিতে মেশিন লার্নিং তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক সংস্করণ উন্মুক্ত হচ্ছে। দ্রুত ইউজার ফিডব্যাক নিয়ে স্টেবল ভার্সন প্রকাশ করা হবে।

#

শহিদুল/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৫৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪০

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৪৭০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪২৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১১জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৩৯৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৪৯৮ জন।

#

দলিল/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৯

**অঞ্চলভিত্তিক কৃষি বহুমূখীকরণ ও লাভজনক করতে হবে**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি):

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক অঞ্চলভিত্তিক কৃষি বহুমূখীকরণে এবং কৃষিকে আরো লাভজনক করতে মাঠপর্যায়ের কৃষিকর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টির যোগান দিতে সমন্বিত চাষ বাড়াতে আরো আন্তরিক হওয়ার পাশাপাশি কর্মকর্তাদের কৃষকদের কাছে যেতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে।

তিনি আজ চট্টগ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ হলে আয়োজিত চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এ নির্দেশনা দেন।

মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষি-উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করতে ৭২৫ কিঃমিঃ খালখনন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বহুমাত্রিক করতে ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এসব প্রকল্পের সুফল প্রান্তিক কৃষকের নিকট পৌঁছাতে হবে। প্রকল্পের সাথে কৃষকের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। কৃষি শুধু মানুষের খাদ্যের যোগান দেয় না, শিল্পের কাঁচামালেরও অন্যতম উৎস কৃষি। তাই কৃষিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। করোনা-মহামারি মোকাবিলায় কৃষি অন্যতম সহায়কখাত হিসেবে কাজ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় জেলাসমুহের আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ নিজ-নিজ জেলার কৃষির বর্তমান অবস্থা, সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় তুলে ধরেন।

তারা বলেন, দেশে পাহাড়ী এলাকা প্রায় একদশমাংশ। এসব পাহাড়ে প্রচলিত কৃষিপদ্ধতির পাশাপাশি অপ্রচলিত ফলের চাষাবাদ খুবই লাভজনক হবে। বিশেষ করে কাজুবাদাম, কফি ও ড্রাগন ফল-উৎপাদনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে কাজুবাদাম ও কফির বাণিজ্যিক উৎপাদন করতে পারলে, তা দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানিও করা যাবে। ফলে এ অঞ্চলে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে মন্ত্রী বলেন, যে অঞ্চলে যে ফসল ভালো হয়, তার ওপর জোর দিতে হবে। কৃষকের আয় বাড়াতে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বাড়াতে হবে। কৃষককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও নির্দিষ্ট ফসলের ভবিষ্যৎ চাহিদা বোঝাতে হবে। তবেই কৃষি-উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে কৃষি সম্প্রারণ উইং এর সরেজমিন পরিচালক একেএম মনিরুল আলম, হর্টিকালচার উইং এর পরিচালক মো. ওয়াহিদুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক মো. মঞ্জুরুল হুদা, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক পবন কুমার চাকমা বক্তৃতা করেন।

#

সাইফুল/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৫৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৮

**নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে**

**-শ ম রেজাউল করিম**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

তিনি শুক্রবার ঢাকার কেরাণীগঞ্জে ঢাকাস্থ খুলনার সাবেক ছাত্রলীগ ফাউন্ডেশনের বনভোজন ও মিলনমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, সন্তানদের শেখাতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কাকে বলে। কোমলমতি বাচ্চাদের শেখাতে হবে অসাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে। তাদের বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্য পড়াতে হবে। ৭১ এ পাকিস্তানিদের নৃশংসতার কথাও নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, ৭ মার্চ প্রকৃতপক্ষে বাঙালির স্বাধীনতা ঘোষণার দিন। বঙ্গবন্ধু   
২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তার মানে ৭ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। এটাই বাস্তবতা।

#

ইফতেখার/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৭

**কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব**

নিউইয়র্ক, (২৬ ফেব্রুয়ারি):

কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ গৃহীত ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে মোমেন এর সাথে গতকাল অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল বৈঠকে এ প্রশংসা করেন তিনি।

দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের অতীত রেকর্ডের উদাহরণ টেনে মহাসচিব গুতেরেজ বলেন, যে কোনো ঝুঁকি নিরসণের বৈশ্বিক নেতৃত্বে বাংলাদেশ সর্বদাই শীর্ষস্থানীয়। তাই কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্য দেখে আমি মোটেও অবাক হইনি।

আলোচনাকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘ মহাসচিব কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনকে ‘বৈশ্বিক সম্পদ’ হিসেবে বিবেচনা করা ‍উচিত বলে একমত হন।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে মহাসচিব বলেন, আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন, আর তা হলো রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো। সমস্যাটির সমাধানে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে জাতিসংঘ সদাপ্রস্তুত রয়েছে। ভাষাণচরে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহাসচিবকে অবহিত করেন এবং সেখানে রোহিঙ্গাদের জন্য জাতিসংঘের মানবিক সহায়তার অনুরোধ জানান।

জলবায়ু কর্মসূচিতে জাতিসংঘ মহাসচিবের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জলবায়ু-অর্থায়নকে সচল করতে মহাসচিবের আহ্বানকে স্বাগত জানান। জলবায়ু-পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁর জীবনের যুদ্ধ বলে অভিহিত করে মহাসচিব বলেন, অভিযোজন কৌশল বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত জলবায়ু তহবিলের ৫০ভাগ বরাদ্দ পেতে দাতাদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন তিনি। উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক অভিযোজন কর্মসূচি এবং নদীব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে অসাধারণ হিসেবে উল্লেখ করেন গুতেরেজ।

উন্নয়ন অংশীদার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উত্তরণপরবর্তী সময়েও যেন নতুন সহায়তা-ব্যবস্থার আওতায় সদ্য উত্তরিত দেশগুলোকে বিবেচনা করে সেজন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে মহাসচিবের দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণ কেবল জিডিপিদ্বারা পরিমাপকৃত কোনো কারিগরি বিষয় নয়, এটি বিবেচনার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক নাজুক সূচকসমূহেরও ব্যবহার করা যেতে পারে মর্মে মতপ্রকাশ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব। তিনি বলেন, উত্তরণ কোনো শাস্তি হতে পারে না এটি হতে পারে পুরস্কার।

#

হাসান/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৬

**জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মুজিবশতবর্ষে প্রথমবারের মতো ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসের প্রতিপাদ্য ‘নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, টেকসই উন্নয়নের উপাদান’ যা পরিসংখ্যানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যবহারের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে এসেছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে সঠিক পরিকল্পনাপ্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি-পর্যবেক্ষণে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান   
পরিসংখ্যান-কার্যক্রমে নিয়োজিত কয়েকটি পৃথক প্রতিষ্ঠানকে একীভূত ও সুসমন্বিত করে ১৯৭৪ সালে বিবিএস প্রতিষ্ঠা করেন। পরিবর্তীতে বিবিএস এর সার্বিক কর্মকান্ড সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও সাচিবিক সহযোগিতা-প্রদানের জন্য ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পরিসংখ্যান বিভাগ। জাতীয় পরিসংখ্যানিক ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আওয়ামী লীগ সরকার ৮ জুন, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে ২৭ ফেব্রুয়ারিকে ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পরিসংখ্যান উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিমাপক। অর্থনীতিসহ সমাজের অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডের   
গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও উন্নয়নপরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিসংখ্যান যত নির্ভুল হবে, নীতিনির্ধারকদের জন্য পরিকল্পনাপ্রণয়ন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ তত সহজতর হবে। আমাদের সরকার সকলক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী ও মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান-সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়া ও পরিজ্ঞাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণে চাহিদামাফিক উপাত্ত-সরবরাহ এবং পরিসংখ্যানবিষয়ক কার্যক্রম সময়োপযোগী ও তরান্বিতকরণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট।

আমি বিশ্বাস করি, টেকসই উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং সময়োপযোগী পরিসংখ্যান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের পরিবর্তিত বিশ্বকে বুঝতে সাহায্য করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পরিবীক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপাত্ত-প্রাপ্যতার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় পরিসংখ্যান-সংস্থা হিসেবে বিবিএস টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ২৩১টি সূচকের মধ্যে ১০৫টি সূচকের উপাত্তপ্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত প্রদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য বিবিএস সমন্বয়সাধন করছে। আমি পরিকল্পনাকারী, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং গবেষকগণ, যাঁরা দেশের টেকসই-উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন-তাঁদের বিদ্যমান পরিসংখ্যানের সর্বোত্তম ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি মনে করি, জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালনের মাধ্যমে দেশবাসীকে পরিসংখ্যানের গুরুত্বসম্পর্কে সচেতন করার একটি অনন্য সুযোগ। করোনা-ভাইরাসের মহামারি থেকে জীবন বাঁচাতে এবং এ থেকে উত্তরণে পরিসংখ্যানের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই লগ্নে বৈশ্বিক করোনা-মহামারি পরিস্থিতিতেও আমরা সময়োপযোগী সঠিক পরিসংখ্যানের সাহায্যে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৫

**জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

XvKv, ১৩ dvêyb (2৬ †deªæqvwi):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতীয় পরিকল্পনাপ্রণয়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে পরিসংখ্যানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পরিসংখ্যানই কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক, জনমিতিক, সামাজিক সকলক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপে পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। দেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নতরাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রতিটি সেক্টরে নির্ভুল ও সময়ানুগ পরিসংখ্যানের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ এর প্রতিপাদ্য ‘নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, টেকসই উন্নয়নের উপাদান’ (Reliable statistics part of Sustainable Development) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় পরিসংখ্যান-সংস্থা হিসেবে উন্নয়নপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে বিবিএস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পরিসংখ্যান-ব্যবস্থার উন্নয়নে ‘পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩’ ও এসংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সর্বক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিসংখ্যান হিসেবে বিবিএস এর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের বাধ্যবাধকতায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে বিবিএস এর বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োচিত পদক্ষেপ সরকারের সার্বিক উন্নয়নকার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি, জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশের সকলখাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস’ উদ্‌যাপন সফল হোক- এ কামনা করি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

হাসান/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা